দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

১৪

উপজাতীয়দের শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্যোগ ॥ ২৭ কোটি টাকার প্রকল্প

আহমেদ দীপু

উপজাতীয় পরিবারসমূহের সদস্যদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাক-স্কুল, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে উদ্যোগকে কার্যকর করা হবে। সরকার এই লক্ষ্যে ২৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে। কিন্তু তেমন জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই এ ব্যাপারে খোঁজখবর করতে থাকে। সূত্র জানায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আটকেপড়া উপজাতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য এ ধরনের কর্মসূচী ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। কাজেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। এছাড়া সরকারের বিশেষ সম্পর্কিত বিভাগ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

পার্বত্য অঞ্চলের অনগ্রসর উপজাতীয় পরিবারসমূহের শিশু ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বিষয়টিও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে কিছু মৌলিক সেবা প্রদান করা হবে। যার মাধ্যমে উপজাতীয় শিশু মৃত্যুর হার, পুষ্টিহীনতা, পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করা হবে। একই সঙ্গে খাবার পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পুষ্টিজ্ঞান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সূত্র জানায়, গত সরকারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মাত্র ১০টি থানায় এ ব্যাপারে কিছু কাজ হয়েছে। বর্তমান সরকার তিনটি পার্বত্য জেলায় আরও ১০টি নতুন থানাসহ মোট ১৫টি থানায় ২৫টি নতুন মৌজায় এই প্রকল্পের কাজ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে সদ্য ফিরে আসা উপজাতীয় পরিবার তাদের জীবন যাপনের জন্য প্রায় সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে। বিশেষ করে প্রকল্পের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এসব পরিবারের অর্থ-উপার্জনের জন্য সহায়ক হবে। সূত্র জানায়, মূলত প্রত্যাগত উপজাতীয়দের বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রায় ২৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটিতে অধিকাংশ টাকাই যোগান দিচ্ছে সাহায্যকারী সংস্থাসমূহ। এতে বাংলাদেশ সরকারের অনুদানের পরিমাণ পাঁচ কোটি ৫৯ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। ইউনিসেফ থেকে অনুদান হিসাবে ২০ কোটি ৫১ লাখ ২৪ হাজার টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি কনট্রিবিউশনের পরিমাণ ৮৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। মোট প্রায় ২৭ কোটি টাকা এই প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।